ইত্তেফাক

030

তারিখ ... 21 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শনিবার, ২রা কার্তিক, ১৩৯২

পরীক্ষা সংস্কার ও প্রশ্নমালা

এদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দাবী দীর্ঘ-দিনের। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা সংস্কার কমিটি এবং সেই কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও বিলিবন্টনের সিদ্ধান্ত সেই দাবীরই ফল। আগামী বৎসর মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট পেশ করিবার কথা। এদেশে এমনিতেই শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। গ্রামদেশে একটা কথা চালু আছে যে, যে ব্যক্তি চাষ করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লাঙ্গল তৈয়ার করিতে নাই। আমরা বোধকরি অনেক ব্যাপারেই এই প্রবাদের সত্যটা ভুলিয়া থাকিতে চাই। তাই কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলেই চট করিয়া সকলে মতামত যাচাই করিবার জন্য একটা কমিটি কিংবা কমিশন গঠন করি। সংশ্লিষ্ট কমিটি কিংবা কমিশন যথারীতি হয়তবা তাঁহাদের রিপোর্টও পেশ করেন; কিন্তু কৃচিৎ-কদাচিৎ সেই রিপোর্ট কার্যকর হয়।

এই প্রসঙ্গেই বলিতে হয়, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার কোন বিচ্ছিন্ন কিংবা আলাদা দাবী কিংবা চাহিদা নয়, ইহা গোটা শিক্ষা সংস্কারের দাবীরই অঙ্গীভূত বিষয়। যাঁহারা পরীক্ষা সংস্কার কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের প্রণীত প্রশ্নমালার জওয়াব দান করিবেন,—তাঁহারা সবাই কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির অধীনেই শিক্ষিত। আসলে মূল বিষয়টা পরীক্ষা পদ্ধতি নয়,—শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষা নীতি ও পদ্ধতি যদি সুষ্ঠু হয় এবং শিক্ষা প্রদানের কাজটা যদি যথাযথভাবে চলে, চলিতে পারে, তাহা হইলে পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য শিক্ষার কাজ আটকায় না। অবশ্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অধুনা বিশ্বব্যাপী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে এবং উহার দ্বারা বহু দেশ উপকৃতও হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষা বহুলাংশে বেসরকারী। আমাদের পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবার ফলেই সেই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় অসম্ভব।

তবে, উন্নত দেশসমূহের সফল ও সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি ইচ্ছা থাকিলে আমাদের দেশেও প্রচলন করা যায়। ক্যাডেট কলেজ ও কিণ্ডারগার্টেন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা নেতিবাদী মানসিকতার কারণে শুধু সমালোচনা ও বিরোধিতা করিতেই শিখিয়াছি। কিন্তু বিকল্প কোন নিজস্ব সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। অনুরূপভাবে বিদেশের বিশেষতঃ উন্নত দেশসমূহের সেমিস্টার পদ্ধতি ও অবজেকটিভ টাইপের পরীক্ষার বিরোধিতায় আমাদের একশ্রেণীর লোক কোমর বাঁধিয়াছেন—শুধু দুর্বলতর শিক্ষা নীতি ও অনুন্নত মানসিকতার কারণে। আসলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাহা কিছু অবদান তাহা গ্রহণ করাতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। শুধু দেখিতে হয় সেই অবদান আমরা সার্থকভাবে দেশ ও জাতির উপকারে লাগাইতে পারিতেছি কিনা। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার তথা সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রচলনের প্রশ্নেও এই সত্য সমভাবে প্রযোজ্য।